ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বোর্ডসভার কার্যবিবরণী।

তারিখ	ঃ	১৬ জানুয়ারি, ২০০৫
স্থান	ঃ	সভাকক্ষ, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড।
সভাপতি	ঃ	**কর্ণেল সালাহ্উদ্দীন আহমেদ** প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড ও স্টেশন কমান্ডার, ঢাকা সেনানিবাস।

সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দ

(১) লেঃ কর্ণেল মোঃ আহসানুল হক মিয়া -- সদস্য
সিএমইএস (আর্মি)
ঢাকা সেনানিবাস।

(২) ক্যাপ্টেন এম ওমর ফারুক (জি), পিএসসি, বিএন -- সদস্য
অধিনায়ক
বিএনএস হাজী মহসিন
ঢাকা সেনানিবাস।

(৩) গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ রবিউল ইসলাম শিকদার -- সদস্য
অধিনায়ক প্রশাসনিক শাখা
বিমানবাহিনী ঘাঁটি বাশার
ঢাকা সেনানিবাস।

(৪) লেঃ কর্ণেল মোঃ আহসানুল হক মিয়া -- সদস্য
সিএমইএস (আর্মি)
ঢাকা সেনানিবাস।

(৫) লেঃ কর্ণেল (অবঃ) মোঃ সামসুদ্দিন আহমেদ -- সদস্য
৩৪৬, বারিধারা ডিওএইচএস
ঢাকা সেনানিবাস।

(৮) জনাব মোঃ জিয়াউদ্দীন -- সদস্য
বিজ্ঞ ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট
জেলা প্রশাসক, ঢাকা এর প্রতিনিধি।

উপস্থিত সদস্যবৃন্দকে স্বাগত জানিয়ে এবং সভার কার্যক্রমে সম্মানিত সদস্যবৃন্দের সহযোগিতা কামনা করে সভাপতি সভার কাজ আরম্ভ করেন। সভার আলোচ্যসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নেবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়ঃ-

প্রস্তাব নং-১ ঃ গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ গত ২৭ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ডসভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও দৃঢ়করণ করা হলো।

প্রস্তাব নং-২ ঃ ডিসেম্বর, ২০০৪ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ ডিসেম্বর, ২০০৪ মাসের আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী অবলোকন করা হলো।

প্রস্তাব নং-৩ ঃ ডিসেম্বর, ২০০৪ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ ডিসেম্বর, ২০০৪ মাসের স্বাস্থ্য প্রতিবেদন অবলোকন হলো।

চলমান পাতা-২

প্রস্তাব নং-৪ ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকাস্থিত ১০ নং আব্বাস গার্ডেন (মহাখালী) প্লটটি মিসেস আবেদা মোজাম্মেল, স্বামী- মেজর জেনারেল (অবঃ) মোজাম্মেল হোসেন কর্তৃক দলিল সম্পাদনপূর্বক মিসেস সালমা জহুর, স্বামী-জনাব জহুর উল্লা এর নামে নামজারীর ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এতদ্ব্যাপারে ক্রেতা মিসেস সালমা জহুর-এর ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখের আবেদনসহ নথিটি উপস্থাপন করা হলো। উল্লেখ্য যে, উক্ত বাড়ীটি সেনানিবাস বর্ধিত এলাকার একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন বিধায় উহার নামজারীর বিষয়ে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের রাজস্ব শাখা ও প্রকৌশল শাখা কর্তৃক সুপারিশ করা হয়েছে।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টির উপর আলোচনা হলো। আলোচনান্তে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড নিয়ন্ত্রণাধীন বর্ধিত এলাকার ১০ নং আব্বাস গার্ডেন (মহাখালী) প্লটটির দলিল সম্পাদন করায় ক্রেতা মিসেস সালমা জহুর, স্বামী- জনাব জহুর উল্লাহ এর নামে নামজারী/রেকর্ড পরিবর্তনের আইনগত ভিত্তি এবং নীতিমালাসহ পরবর্তী বোর্ডসভায় উপস্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং-৫ ঃ পবিত্র ঈদউল-আযহা উপলক্ষে ঈদের জামাতের জন্য সেনানিবাস কেন্দ্রীয় মসজিদ ঈদগাহ মাঠে দু'টি গেইট, ত্রিপল ও বিছানার চাদর দিয়ে সাজানোর নিমিত্তে মেসার্স সাগর ডেকোরেটর, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট, ঢাকা গত ঈদ-উল-ফিতরে ঈদগাহ মাঠ সাজানোর জন্য মোট ৩০,০০০/-(ত্রিশ হাজার) টাকায় ২৮ অক্টোবর, ২০০৪ তারিখের বোর্ডসভায় অনুমোদন দেয়া হয়। সে মোতাবেক আসন্ন ঈদ-উল-আযহার জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য পূর্বোক্ত দরে মেসার্স সাগর ডেকোরেটর, রজনীগন্ধা সুপার মার্কেট, ঢাকাকে পুনঃঅনুমোদন করার বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ আলোচনান্তে অনুমোদন ৩০,০০০/- (ত্রিশ হাজার) টাকার সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করা হলো। পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-৬ ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মুল্যানুমান অনুমোদনকরণঃ-

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০২ মোতাবেক	মন্তব্য
(১)	ঢাকা সেনানিবাসের স্বাধীনতা সরণি চেকপোস্টে রোড ডিভাইডার স্থাপন করে সেনানিবাসে প্রবেশ (বামে) লেন তৈরীকরণ।	৯৭,১১৪.০০	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(২)	শহীদ সরণিস্থ আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজের সম্মুখে ২টি জেব্রা ক্রসিং এর পার্শ্বে জি আই পাইপের রেলিং স্থাপন কাজ।	৩৯,৯১৮.০০	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(৩)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার কেন্দ্রীয় মসজিদ সংলগ্ন পুকুরের পশ্চিম পার্শ্বে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ।	১,১২,৫০৪.০০	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(৪)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার স্টাফ কোয়ার্টার নং-৬৪ এর ২য় তলার পূর্ব পার্শ্ব মেরামত/সাজসজ্জা কাজ।	৩১,০৮৭.০০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে।
(৫)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকার স্টাফ কোয়ার্টার নং-৬৪ এর ৩য় তলার পশ্চিম পার্শ্ব মেরামত/সাজসজ্জা কাজ।	৩৫,২৮৬.০০	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে।
(৬)	স্বাধীনতা সরণিস্থ বনানী রেল ক্রসিং-এ ডাবল হেড সিস্টেম নতুন ট্রাফিক পয়েন্ট ও সিগন্যাল লাইট (যানবাহন সংকেত) স্থাপন।	১৩,৭১,৭৯৮.০০ (বাজার দর)	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(৭)	শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজ সংলগ্ন চৌরাস্তায় ট্রাফিক বাতি মেরামতসহ ডাবল হেড সিস্টেক ট্রাফিক সিগন্যাল (যানবাহন সংকেত) চালুকরণ।	৪,৪৪,২৯০.০০ (বাজার দর)	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(৮)	শহীদ বীর উত্তম লেঃ আনোয়ার গার্লস কলেজের দক্ষিণে পথচারী পারাপার সংকেত মেরামতকরণ।	৪০,০৭২.০০ (বাজার দর)	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে

চলমান পাতা-৩

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০২ মোতাবেক	মন্তব্য
(৯)	আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল সংলগ্ন পথচারী পারাপার সংকেত মেরামত।	৩৮,২৭২.০০	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(১০)	ক্যান্টনমেন্ট বাজার এলাকাস্থ কেন্দ্রীয় সমজিদ সংলগ্ন ১নং পানির পাম্পের ৮" ডায়া ২টি কলাম পাইপ সম্প্রসারণ (২৫ - ০")।	৩২,৭২৫.০০ (বাজার দর)	মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাত হতে।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ উপস্থাপিত মূল্যানুমানসমূহের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হলো। আলোচনান্তে ক্রমিক নং-১, ২, ৩, ৪, ৫ ও ১০ পর্যন্ত ০৬টি কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত মূল্যানুমানসমূহের দরপত্র আহবানপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হোক। ক্রমিক নং-৬, ৭, ৮ ও ৯ এর ট্রাফিক পয়েন্ট ও সিগন্যাল পয়েন্ট স্থাপনের ব্যাপারে মূল্যানুমানসমূহের বিষয়ে আর্মি এমপি ইউনিটের নিকট পত্র প্রেরণসহ যোগাযোগ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং-৭ ঃ ঢাকা সেনানিবাসের সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্পসমূহে বেসমেন্ট ফ্লোর নির্মাণের ব্যাপারে 'ঢাকা সেনানিবাস ইমারত নির্মাণ উপ-আইন, ১৯৯৪' সংশোধনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত। এ প্রসংগে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সম্মানিত সদস্য লেঃ কর্ণেল (অবঃ) সামসুদ্দিন আহেমদ এবং সেক্রেটারী, ডিওএইচএস বারিধারা এসোসিয়েশন এর মতামতসহ খসড়া নীতিমালা উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা হলো। আলোচনান্তে ঢাকা সেনানিবাসের সামরিক অফিসার আবাসিক প্রকল্প মিরপুর এবং পরবর্তী আবাসিক প্রকল্পসমূহে একই ছাদের নীচে ০৪(চার) জন অফিসারকে যৌথভাবে পাশাপাশি বা পিঠাপিঠি অবস্থিত দুইজন প্লটধারীর যৌথ আবেদনের প্রেক্ষিতে বেজমেন্ট ফ্লোর নির্মানের ব্যাপারে ঢাকা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন-১৯৯৪ সংশোধনের বিষয়ে নিম্নলিখিত বেজমেন্ট ফ্লোর সংক্রান্ত নীতিমালা ১৯৯৪ এর ইমারত নির্মাণ উপ-আইনে প্রতিস্থাপিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলোঃ-

১। বেসমেন্ট ফ্লোর/ভূ-গর্ভস্থ তলার সংজ্ঞা কোন ইমারতের ফরমেশন লেভেলের সম্পূর্ণ নীচে বা আংশিক নীচে কোন ফ্লোর রাখা হইলে তাহাকে বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ ফ্লোর বলা হয়।

২। ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের পরিকল্পনায় নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুসরণ করিতে হইবেঃ-

(ক) বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলায় আবাসিক কক্ষ, রান্নাঘর, স্নানঘর ও টয়লেট নির্মাণ করা যাইবে না।

(খ) বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলার দেয়াল এবং মেঝে যথাযথভাবে পানি ও আদ্রতা নিরোধক হইতে হইবে।

(গ) সমগ্র বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলায় বৃষ্টির পানি এবং নর্দমার পানি যাহাতে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার সুষ্ঠু ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(ঘ) সমগ্র স্থাপনাটিতে স্বাভাবিক কিংবা যান্ত্রিকভাবে বাতাস চলাচলের সুবিধা রাখিতে হইবে।

(ঙ) সম্পূর্ণ ইমারতের সিঁড়ি ও লিফটের যে অংশ বেসমেন্ট ফ্লোর/ভূ-গর্ভস্থ তলায় থাকিবে তাহা অগ্নি নিরোধক দেয়াল দিয়া যথাযথভাবে আলাদা রাখিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, অগ্নি নিরোধক ক্ষমতা কমপক্ষে দুঘন্টা পর্যন্ত কার্যক্ষম থাকিতে হইবে।

(চ) বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলায় যাতায়াতের জন্য রাস্তা হইতে আলাদা র‍্যাম্প/সিঁড়ির বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে। তবে র‍্যাম্পের ঢাল কোনক্রমেই ১ঃ৮ এর চেয়ে খাড়া (Steep slope) ঢাল হইবে না এবং সিঁড়ি ৩ঃ৫ এর চেয়ে খাড়া ঢাল (Steep slope) হইবে না।

(ছ) গাড়ী ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলার র‍্যাম্পের পর্যাপ্ত টার্নিং এবং সুবিধা থাকিতে হইবে।

চলমান পাতা-৪

(জ) বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলায় ক্লিয়ার হাইট ২.০৩ মিটার (৬'-৮") এর কম হইবে না।

(ঝ) বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলার সাইড দেয়াল/রিটেইনিং ওয়াল এমনভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে উহার সর্ববহিরাংশ পার্শ্ববর্তী ইমারতের সীমানা থেকে কমপক্ষে নিজ সীমানার দিকে ৩০০ মিঃ মিঃ ভিতরে থাকে।

৩। বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুসরণ করিতে হইবে ঃ-

(ক) পার্শ্ববর্তী ইমারতের ভিত্তির লেভেল যদি প্রস্তাবিত ইমারতের ভিত্তির লেভেল একই বা উপরে থাকে তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী ইমারতের ঊর্ধ্বমুখী ওজন (Vertical Load) বিবেচনা করিয়া সঠিক কারিগরী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে। উল্লেখ্য যে, কোন অবস্থাতেই পার্শ্ববর্তী ইমারতের ভিত্তির মাটি বা ভিত্তির ব্যাঘাত না ঘটে সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা, যেমন ঃ সোর পাইলিং (Shore pilling), প্যালাসাইডিং (Pallasiding), শীট পাইলিং (Sheet pilling) এবং Under pining ইত্যাদি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(খ) পার্শ্ববর্তী ইমারতের ভিত্তির লেভেল যদি প্রস্তাবিত ইমারতের ভিত্তির নীচে থাকে তাহা হইলে প্রস্তাবিত ইমারতের ভিত্তির লোড এর একটি অংশ যাহাতে পার্শ্ববর্তী ইমারতের ভিত্তির ব্যাঘাত না ঘটে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় কারিগরী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

৪। প্রস্তাবিত ইমারতের ভিত্তির মাটি কাটার পর পাম্পিং করিয়া পানি উঠানোর সময় পার্শ্ববর্তী ইমারতের ভিত্তির কোন ক্ষতি হইতেছে কি না, তাহা গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করিতে হইবে এবং উত্তোলিত মাটি তাৎক্ষণিকভাবে অন্যত্র সরাইয়া নিতে হইবে। কোন নির্মাণ সামগ্রী রাস্তার উপর রাখা যাইবে না।

৫। সর্বোপরি প্রস্তাবিত ইমারতের ভিত্তির ডিজাইন, কার্যপদ্ধতি (Workmanship) এরূপ হইতে হইবে যাহাতে পার্শ্ববর্তী ইমারতের জন্য কোন ক্ষতির কিছু না হয়। মাটি কাটার পর সর্বোচ্চ দুই মাসের মধ্যে ভূ-গর্ভস্থ তলার কাঠামোর (Structure) কাজ শেষ করিতে হইবে।

৬। বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলার বাহিরের বেড়া/দেয়াল (Outer fencing) সহ প্রদত্ত সিগন্যালিং এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

৭। বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলার নিকটে কোন স্থাপনা থাকিলে উক্ত স্থানে প্রি-কাস্টিং/বল্লী পাইলিং পরিহার অথবা পর্যাপ্ত জায়গা খালি রাখিয়া পাইলিং করিতে হইবে।

৮। জলাধার (Water Reservoir), সেপটিক ট্যাঙ্ক ও উহার Soak-well বেসমেন্ট এর অভ্যন্তরেই হবে এবং এর উচ্চতা পার্শ্ববর্তী গ্রাউন্ড লেভেলের চেয়ে উঁচু থাকতে হইবে।

৯। জলাধার (Water Reservoir) থেকে সেপটিক ট্যাঙ্ক এর দূরত্ব কমপক্ষে ৫' - ০" হইতে হইবে।

১০। যে সকল বাড়ীতে বেসমেন্ট ফ্লোর করা হবে সেখানে গাড়ী উঠানামার সময় কোন দুর্ঘটনা ঘটলে সংশ্লিষ্ট প্লটের মালিক দায়ী থাকিবেন।

১১। বেসমেন্ট ফ্লোর বা ভূ-গর্ভস্থ তলার ডিজাইনসহ কি কি ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক অনুমোদনের জন্য নকশায় সংযোজন করিতে হইবে।

১২। যে সমস্ত প্লটে বেসমেন্ট ফ্লোর নির্মাণ করা হবে সে সকল প্লটে ০৬(ছয়) তলার ছাদ পর্যন্ত ভবনের উচ্চতা ৬৮'-০" অধিক হইবে না।

১৩। ভূ-কম্পন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন স্ট্রাকচারাল ডিজাইন (Structural Design) হইতে হইবে।

বেসমেন্ট ফ্লোর সংক্রান্ত নীতিমালা " ঢাকা সেনানিবাস (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ১৯৯৪"-এ প্রতিস্থাপিত করার প্রস্তাব সরকারী অনুমোদনের নিমিত্তে সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং-৮ ঃ ঢাকা সেনানিবাস এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রোপণের জন্য ১৭(সতের) প্যাকেট ইনকা ফুলের বীজ (প্রতি প্যাকেটে ১০০০টি বীজ) সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হলে ১৫ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে ০৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কৃষিবিদ উপকরণ নার্সারী, ফার্মগেইট, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ৪৭,৬০০/-(সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকার সর্বনিম্ন দর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ আলোচনান্তে ৪৭,৬০০/- (সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকার সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করা হলো। আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-৯ ঃ ঢাকা সেনানিবাস এলাকার বিভিন্ন স্থানে রোপণের জন্য ১১(এগার) প্যাকেট ডায়াস্থাস এবং ০৫(পাঁচ) প্যাকেট ইনকা ফুলের বীজ (প্রতি প্যাকেটে ১০০০টি বীজ) সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হলে ২৩ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে ০৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কৃষিবিদ উপকরণ নার্সারী, ফার্মগেইট, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ৪৯,০০০/-(উনপঞ্চাশ হাজার) টাকার সর্বনিম্ন দর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ আলোচনান্তে ৪৯,০০০/-(উনপঞ্চাশ হাজার) টাকার সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করা হলো। আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-১০ ঃ ঢাকা সেনানিবাস এলাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানে রোপণের জন্য ১৭(সতের) প্যাকেট ইনকা ফুলের বীজ (প্রতি প্যাকেটে ১০০০টি বীজ) সরবরাহের নিমিত্তে দরপত্র আহবান করা হলে ৩০ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে ০৩টি দরপত্র পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কৃষিবিদ উপকরণ নার্সারী, ফার্মগেইট, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত ৪৭,৬০০/-(সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকার সর্বনিম্ন দর অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ আলোচনান্তে ৪৭,৬০০/-(সাতচল্লিশ হাজার ছয়শত) টাকার সর্বনিম্ন দর অনুমোদন করা হলো। আর্মি কঞ্জারভেন্সী খাত হতে ব্যয় নির্বাহ সাপেক্ষে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হোক।

প্রস্তাব নং-১১ বিবিধ(১) ঃ প্রধান কার্যালয়, সিএসডি বাংলাদেশ, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক ব্রডওয়ে বিল্ডিং এর উত্তর কর্ণারে ফুটপাতের রেলিং ঘেঁষে একটি বিলবোর্ড স্থাপনের অনুমতি চেয়ে ১২ ডিসেম্বর, ২০০৪ তারিখে অত্র দপ্তরে আবেদন করা হয় এবং স্টেশন সদর, ঢাকা সেনানিবাসের ০৩ জানুয়ারি, ২০০৫ তারিখের ৬২৪/৪/এ নং পত্রের মাধ্যমে বিষয়োক্ত ব্যাপারে কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বলা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে উক্ত বিলবোর্ড স্থাপনের ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এতদ্ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট পত্রদ্বয় উপস্থাপন করা হলো।

গৃহীত সিদ্ধান্ত ঃ বিষয়টির উপর আলোচনা হলো। আলোচনান্তে বোর্ডের প্রচলিত নিয়মানুসারে উক্ত বিলবোর্ডের জন্য প্রতি বর্গফুট ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ) টাকা হিসেবে ফি গ্রহণ সাপেক্ষে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

প্রস্তাব নং-১১ বিবিধ(২) ঃ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের নিম্নলিখিত কাজের মূল্যানুমান অনুমোদনের বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ

ক্রমিক নং	কাজের বিবরণ	মূল্যানুমান এমইএস সিডিউল অব রেইটস, ২০০২ মোতাবেক	মন্তব্য
(১)	বনানী ডিওএইচএস পশ্চিম পার্শ্বে ক্যান্টনমেন্ট এর সীমানা প্রচীর সঠিক স্থানে নির্মাণকরণ।	৪,৯৮,৬৬৭.০০	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(২)	স্বাধীনতা সরণি ও মহাখালী বনানী সংযোগ সড়কে স্বাধীনতা সরণির এমপি চেকপোস্টের নিকট স্পীড ব্রেকার নির্মাণ।	৩৬,৫০৭.০০	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে
(৩)	রজনীগন্ধা সুপার মার্কেটে মুরগী জবাইখানা নির্মাণ।	১,০৪,৫৯৪.০০	অনুদান প্রাপ্তি সাপেক্ষে

গৃহীত সিদ্ধান্তঃ উপস্থাপিত মূল্যানুমানসমূহের উপর সভায় বিস্তারিত আলোচনা হলো। আলোচনান্তে ক্রমিক নং-১, ২, ৩ পর্যন্ত ০৩টি কাজের মূল্যানুমান অনুমোদন করা হলো। অনুমোদিত মূল্যানুমানসমূহের দরপত্র আহবানপূর্বক চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সামরিক ভূমি ও সেনানিবাস অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হোক।

অন্য কোন আলোচ্যসূচী না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন)
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ও
সেক্রেটারী
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

(কর্ণেল সালাহ্উদ্দীন আহমেদ)
প্রেসিডেন্ট, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ও
স্টেশন কমান্ডার
ঢাকা সেনানিবাস।